লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

"দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত লেখাপড়ার সময়"

সার্টিফিকেট পাওয়ার উদ্দেশ্যেই লেখাপড়া নয়। সার্টিফিকেট পাওয়ার পর প্রকৃত লেখাপড়া। আমি পেশাগতভাবে একজন শিক্ষক ছিলাম। ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত হয়ে আল-কুরআন, আল-হাদীস ও বিভিন্ন প্রকার ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করে আসছি। তবে আল-কুরআন অধ্যয়নের মজাই আলাদা। দুনিয়ার অন্যসব কিছুতে ভেজাল থাকতে পারে, কিন্তু আল্লাহর কালামে কোন ভেজাল নেই। তাই আল-কুরআনের বিশুদ্ধ চর্চাই আল্লাহর রেজামন্দি লাভের সহজ সরল পথ বলে আমি মনে করি। তাই আল্লাহকে সহজে সন্তুষ্ট করার এ পথে একা অগ্রসর না হয়ে আরও কিছু ভাইকে এ পথে অগ্রসর হওয়ার সুবিধা দানের উদ্দেশ্যেই এ দারস গ্রন্থখানা লিপিবদ্ধ করা হলো। আমার বইখানা যদি পাঠকদের কিছুটা চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয় তাহলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। "কুরআন বুঝা সহজ" বইখানার বাস্তব প্রমাণ আমি পেয়েছি। আসলে অধ্যাপনা, অধ্যয়ন ও অধ্যবসায় মানুষকে সাফল্যের পথে নিয়ে যায়। এই গ্রন্থের পর আরও দুই-একখানা গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা পোষণ করি। পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা যেন তাওফীক দান করেন।

আমার বড় ছেলে মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া প্রকাশনার সাথে জড়িত। তার নিকট থেকে বিভিন্ন প্রকার পরামর্শ পাওয়াতে আমার অনেক উপকার হয়েছে। আমি তার সার্বিক উন্নতি কামনা করি।

পরিশেষে মহান প্রভুর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যিনি আমাকে এ কাজের তাওফীক দান করেছেন। এ কাজে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দয়াময় আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। এ প্রচেষ্টা যেন আল্লাহ তায়ালা আমার এবং আমাকে যারা লেখাপড়া শিখিয়ে লালন-পালন করে মানুষ করেছেন তাঁদের নাজাতের উসীলা করেন, আমীন।

তারিখ : ২৫ মার্চ, ২০০৪

জুনাব আলী ভূঁইয়া
বোয়ালিয়া, বরুড়া, কুমিল্লা।

ভূমিকা

মহান রব্বুল আলামীন তাঁর কালাম আল-কুরআন মহা বরকতময় কদরের রাতে প্রথম নাযিল করেন। তারপর মহানবী মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়াতী জীবনের দীর্ঘ ২৩টি বছর ধরে পর্যায়ক্রমে সম্পূর্ণ কুরআন অবতীর্ণ হয়। হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে প্রিয়নবীর নিকট আল্লাহ তা প্রেরণ করেন।

এ কুরআনে মানবজাতির জীবন চালনার পূর্ণাঙ্গ বিধান পেশ করা হয়েছে। জীবন সমস্যার এমন কোন দিক নেই যার সমাধান আল্লাহ পেশ করেনি। তাই এটি পূর্ণাঙ্গ। এরপর আর কোন কিতাব অথবা রাসূল মানবজাতির জন্য প্রয়োজন নেই। আল্লাহ আর কোন বিধান আমাদের নিকট প্রেরণ করবেন না।

এই কুরআন জানা, কুরআন মানা ও কুরআনের বিধান বাস্তবায়ন একজন মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য। তাই আল-কুরআন অধ্যয়ন, আল-কুরআনের দারস দান, আল-কুরআনের দারস শোনা আমাদের অতীব প্রয়োজন।

আলহামদু লিল্লাহ, মুসলমানদের বিরাট একটা অংশ এ কাজটি অব্যাহতভাবে করছেন। কিন্তু মুসলমানদের বিপুল অংশই কুরআন জানে না। মানা ও বাস্তবায়ন তো তাদের দ্বারা সম্ভবই নয়। তাই কুরআনের জ্ঞানচর্চা ও মানুষকে কুরআন শিক্ষা দেয়া মুমিনদের জন্য সর্বপ্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাই তো রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।" (বুখারী, তিরমিযী)

তিনি আরো বলেন, "যার অন্তরে আল-কুরআনের কোন জ্ঞান নেই তা বিরাণ ঘরতুল্য।" (তিরমিযী)

তিনি আরও বলেন, "যে ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন করে এবং তদনুযায়ী আমল করে, কিয়ামতের দিন তার পিতা-মাতাকে এমন টুপি পরানো হবে যার আলো সূর্যের আলোর চেয়েও অতি উজ্জ্বল হবে।" (আবু দাউদ, মিশকাত)

আল-কুরআনের দারস দান পদ্ধতি

১। যে ব্যক্তি দারস দিবেন তার দারস শোনার জন্য অংশগ্রহণকারী শ্রোতাদের যোগ্যতা, দক্ষতা, বুঝার ক্ষমতা, সুযোগ, ঈমানী চেতনা, চিন্তাশক্তি, দূরদর্শিতা, ব্যস্ততা, চাহিদা ও পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে যথাসম্ভব জানা থাকতে হবে।

২। আল-কুরআনের কোন সূরার যে অংশটুকু আপনি দারস দিবেন তার মধ্যে সে অংশের শুদ্ধ তিলাওয়াত, বংগানুবাদ, সূরার পরিচিতি, নামকরণ, মূল বিষয়বস্তু, ঐতিহাসিক পটভূমি, ব্যাখ্যা, শিক্ষা ও বাস্তবায়ন এ কয়েকটি দিক অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

৩। উপরোক্ত পয়েন্টগুলো ছাড়াও স্থান-কাল-পাত্রভেদে তার বাইরেও প্রয়োজনবোধে দারসকে শ্রুতিমধুর করার জন্য পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে আরও কিছু পয়েন্ট সংযোজন করা যায়। যেমন দারসের প্রথমে হাম্‌দ ও দরূদ শরীফ, অনুবাদের পর সম্বোধন ও সালাম এবং শেষভাগে ভুল-ত্রুটির জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও তাওফীক কামনা করে সালামের সাথে সমাপ্তি ঘোষণা।

৪। শ্রোতাদের অবস্থা দেখে তাদের চাহিদা নির্ধারণ করতে হবে। শ্রোতাদের যদি ঈমানের দুর্বলতা থেকে যায় তবে আমলের ওয়াজ করলে লাভ হবে না।

৫। দারসের সময়সীমা পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ সময়ের মধ্যে তিলাওয়াত পাঁচ মিনিট, তরজমা পাঁচ মিনিট, সম্বোধন দুই মিনিট, নামকরণ, সূরা পরিচিতি ও নাযিলের প্রেক্ষাপট সাত মিনিট, ব্যাখ্যা পঁচিশ মিনিট, শিক্ষা ও বাস্তবায়ন দশ মিনিট নির্ধারণ করা যেতে পারে।

দারস : ১

আল্লাহর কাছে মুনাজাত

১. সূরা ফাতিহা

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-৭, রুকূ-১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - (٢) الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - (٣) مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - (٤) اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ - (٥) اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - (٦) صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ - (٧) غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

অনুবাদ : (দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে) (১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্বজগতের রব, (২) যিনি দয়াময় পরম দয়ালু, (৩) বিচার দিনের মালিক। (৪) আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য চাই। (৫) তুমি আমাদেরকে সরল সোজা পথ দেখাও; (৬) তাদের পথ যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ; (৭) যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট তাদের পথে নয়।

শব্দার্থ : اَلْحَمْدُ - সমস্ত প্রশংসা, رَبٌّ - প্রভু, عٰلَمِيْنَ - বিশ্বজগৎ, মহাবিশ্ব, رَحْمٰن - দয়াময়, رَحِيْم - পরম দয়ালু, يَوْمِ الدِّيْنِ - বিচারের দিন। اِيَّاكَ - তোমারই নিকট, نَعْبُدُ - আমরা ইবাদত করি, نَسْتَعِيْنُ - আমরা সাহায্য চাই। اِهْدِنَا - তুমি আমাদের দেখাও, صِرَاطٌ - রাস্তা, পথ, مُسْتَقِيْمُ - সরল, সোজা। اَنْعَمْتَ - তুমি অনুগ্রহ করেছো, غَيْرِ - ব্যতীত। مَغْضُوْبِ - অভিশপ্ত। ضَآلِّيْنَ - পথভ্রষ্ট।

নামকরণ : সূরার মূল বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখেই নামকরণ করা

হয়েছে আল-ফাতিহা। কোন বিষয় আরম্ভ করার পূর্বে ভূমিকা হিসেবে আল-ফাতিহা ব্যবহৃত হয়। আল-কুরআনের সকল সূরার বিশেষ কোন শব্দকে নির্দিষ্ট করে নামকরণ করা হয়েছে। সূরা ফাতিহা ও সূরা ইখলাস এর ব্যতিক্রম। এর আরও নাম আছে, যেমন– প্রার্থনা, উম্মুল কুরআন, আস-সাবউল মাছানী।

বিষয়বস্তু : সূরাটি হচ্ছে আসলে একটি দোয়া। কুরআনের শুরুতে এ দোয়ার শিক্ষা দিয়ে যেন মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, সত্য পথের সন্ধান পাওয়ার জন্য এ মহাগ্রন্থটি পড়, সত্য অনুসন্ধানের মন নিয়ে এর প্রতিটি পাতা পরখ কর। নিখিল বিশ্বজাহানের মালিক ও প্রভু আল্লাহ হচ্ছেন জ্ঞানের একমাত্র উৎস। একথা জানার পর একমাত্র তাঁর কাছেই পথ-নির্দেশনার আর্জি পেশ করেই এ গ্রন্থটি পাঠের সূচনা কর।

সূরা ফাতিহা বান্দার পক্ষ থেকে একটি দোয়া। আর কুরআন তার জবাব আল্লাহর পক্ষ থেকে। বান্দা দোয়া করে, হে প্রভু! আমাকে সরল পথ দেখাও। জবাবে মহান প্রভু এই বলে সমগ্র কুরআন তার সামনে রেখে দেন– এই নাও সেই হিদায়াত ও পথের দিশা যে জন্য তুমি আমার কাছে আবেদন জানিয়েছ। সূরাটি নামাযের প্রতি রাক্আতে পড়া হয় বলে এটিকে 'আস-সাবউল মাছানীও বলা হয়।

শানে নুযূল : একদিন নবী করীম (সা) নভোমণ্ডলে একজন জ্যোতিষ্মান পুরুষ অবলোকন করলেন। তিনি মহানবী (সা)-কে নাম ধরে ডাকলেন, তিনি "লাব্বায়েক" বলে উত্তর দিলেন। স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট সেই পুরুষ "কলেমা শাহাদাত' পাঠ করে বললেন, "আমাকে ভয় পাবেন না, আমি আপনার বন্ধু জিবরাঈল।" তারপর সেই মহান পুরুষ এই সূরা সম্পূর্ণ পাঠ করলেন এবং মহানবী (সা)-কে তা শিক্ষা দিলেন। (ফাতহুল আজিজ)

ব্যাখ্যা : ১। بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামেই।

প্রতিটি কাজ শুরু করার আগে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি অংগ। আন্তরিকতার সাথে এ কাজ করলে অনিবার্যভাবে তিনটি সুফল লাভ করা যায়।